APR. 01

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক ইনকিলাব

এসএসসি পরীক্ষা সম্পন্ন ঃ ৩শ' শিক্ষকসহ সারাদেশে মোট ৪০ হাজার বহিষ্কার

স্টাফ রিপোর্টার ঃ সদ্য সমাপ্ত এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষায় নকলের দায়ে এবার সারাদেশে ৪০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী এবং নকলে সহযোগিতা করায় ৩শ' শিক্ষক-শিক্ষিকা বহিষ্কার হয়েছেন। গতকাল (শনিবার) এই পরীক্ষা শেষ হয়। বহিষ্কৃতদের মধ্যে এসএসসিতে ৩৫ হাজার ছাত্র-ছাত্রী ও প্রায় আড়াইশ' শিক্ষক, পরিদর্শক এবং দাখিলে ৫ হাজার ছাত্র-ছাত্রী ও অর্ধশত শিক্ষক-পরিদর্শক রয়েছেন। ৮টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে দেশ জুড়ে এবার ব্যাপক নকলের মধ্যে এই বৃহত্তম পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। অন্যান্য বছরের অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে নতুন রেকর্ড গড়েছে। কোথাও কোথাও নকল প্রতিরোধের চেষ্টা করায় ম্যাজিস্ট্রেট, পরিদর্শক লাঞ্ছিতসহ কেন্দ্র ভাংচুর এবং পুলিশের সাথে ব্যাপক সংঘর্ষে ৫ শতাধিক নকল সহযোগী আহত ও অর্ধশতাধিক গ্রেফতার হয়। তবে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডসহ ৮টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনস্থ ৬ শতাধিক নকলপ্রবণ কেন্দ্রগুলোর মধ্যে হাতেগোনা মাত্র ৫/৬টি কেন্দ্র বাতিল করা হয়। অতি নকলপ্রবণ কেন্দ্রগুলোর বিরুদ্ধে বোর্ড কর্তৃপক্ষ, হুঁশিয়ারি উচ্চারণ ছাড়া ন্যূনতম কোন ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হন। নকলে

...এর পৃঃ ...এর কঃ দেখুন

এসএসসি পরীক্ষা

-এর পৃষ্ঠার পর

রীক্ষার্থী ও পরিদর্শকদের মধ্যে এবার বচে' এগিয়েছিল রাজশাহী এবং কুমিল্লা বোর্ডের পরীক্ষা কেন্দ্রগুলো। রাজশাহী বোর্ডে বহিষ্কৃতের সংখ্যা সর্বাধিক হলেও মিল্লা বোর্ডের পরিদর্শকরা নকলকারীদের ব্যাপারে উদার থাকায় এখানে নকলের তুলনায় বহিষ্কারের সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য। নকলে প্রকাশ্যে সহযোগিতা করায় শিক্ষক-পরিদর্শক বহিষ্কারের সংখ্যাও এবার রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। ইতোপূর্বে আর কখনো এতো বিপুল শিক্ষক বহিষ্কার হননি। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এসব বহিষ্কৃত শিক্ষক-পরিদর্শকের এমপিও (সরকারী অংশের বেতন) কমপক্ষে । বছর বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়ে তাদের নাম-ঠিকানাসহ বিস্তারিত তালিকা প্রণয়নের জন্য বোর্ড কর্তপক্ষের মাধ্যমে কেন্দ্র-সচিবদের নিকট চিঠি পাঠাতে শুরু করেছে। পরবর্তী বছরের এসএসসি বা দাখিল পরীক্ষার দায়িত্ব থেকেও এদের বিরত রাখা হবে। এ অবস্থায় মৌখিক বহিষ্কার বা সাময়িকভাবে পরীক্ষা হলের দায়িত্ব থেকে বিরত রাখার মৃদু শাস্তির অজুহাত তুলে বহিষ্কৃত শিক্ষকদের রক্ষা করার জন্য কেন্দ্র-সচিব ও স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। নকল প্রতিরোধে বোর্ড কর্তৃপক্ষের লাখ লাখ টাকার প্রচার, সভা-সমাবেশ, পরীক্ষার্থীদের আসন বিনিময়, এক স্কুলের শিক্ষককে অন্য স্কুল কেন্দ্রে দায়িত্ব বন্টন, ফলাফলে নতুন গ্রেডিং পদ্ধতি চালু, নকল প্রতিরোধে ব্যর্থ শিক্ষকদের বেতন বন্ধের ও কেন্দ্র বাতিলের হুমকি কেন্দ্রে কেন্দ্রে ১৪৪ ধারা জারি, প্রশ্নপত্রের ধারা পরিবর্তন, নতুন সিলেবাস প্রবর্তন ইত্যাদি সকল আয়োজনই ব্যর্থ হয়েছে জেলা শহরের মুষ্টিমেয় কিছু কেন্দ্র ছাড়া উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের শতকরা ৯০ ভাগ কেন্দ্রে এই পরীক্ষা পরিণত হ প্রহসনে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবার সকল পরীক্ষার্থীর আসন বিনিময়ের অর্থাৎ এক স্কুলের পরীক্ষার্থীদের ভিন্ন স্কুল বা কলেজ কেন্দ্রে আসন বন্টনের নির্দেশ দিলেও ব উপজেলায় তা বাস্তবায়িত হয়নি। অধিকাং কেন্দ্র সরকারদলীয় এবং কিছু কিছু স্থানে সর্বদলীয় স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয় এব শান্তি-শৃংখলা রক্ষায় সহযোগিতার নামে শান্তিপূর্ণভাবে নকলপর্ব সমাধা হয়। (কারণে কেন্দ্রগুলোর বাইরে বসে নকলে হাট।

উল্লেখ্য, গত ১৫ মার্চ থেকে অনুষ্ঠি এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষায় এবার প্র সাড়ে ১০ লাখ পরীক্ষার্থী অংশ নেয়।